বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়
(রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচিপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২৬
৫	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহ)	২৭-৩৮
৬	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এডিশনাল ফাংশন্স) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ১৭/০৮/১৪২১ বঃ
০১/১২/২০১৪ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০৭-০৮ হতে ২০১০-১১ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ১৩/০৭/১৪২১ বঃ
২৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	আমদানিকৃত সার চট্টগ্রাম বন্দরে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ হতে উদ্ধার না হওয়ায় ক্ষতি।	১৫.৪৮.৪৩.৪৫৯
০২	আমদানিকৃত টেলকম পাউডার নিম্নমানের হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	১.৯৫.২১.৭৬৫
০৩	আমদানিকৃত পাল্প মান বিনির্দেশ বহির্ভূত ও নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহকারী ও পিএসআই এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	১.০৭.০৫.৪২১
০৪	আমদানিকৃত মালামাল ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ।	১.২৯.০৩.২৫০
০৫	স্থাপনা ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে আদায়ে ব্যর্থতায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭০.৭৯.০৭৯
০৬	বিধি বহির্ভূতভাবে কর্মচারী/শ্রমিকদের অধিকাল ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি।	৮.০৫.৯৫.৫০৮
০৭	জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৯ অনুযায়ী বেতন ও বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বাড়ী ভাড়া স্ল্যাব বৃদ্ধি না করায় সংস্থার ক্ষতি।	৫৯.৬৬.৩৯৩
০৮	বিবিধ অগ্রিম প্রদান বাবদ দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়/অসমন্বিত রয়েছে।	৪.০১.৭০.৫৯৫
০৯	সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে পুনঃটেন্ডারে গিয়ে অতি উচ্চদরে ফসফরিক এসিড ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	২৯.৮৪.০৬.১২০
১০	উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান উপেক্ষা করে মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর নিকট হতে W.P.P ব্যাগ সরাসরি ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি ।	৩৮.১১.৮৮০
১১	পলিথিন প্ল্যান্টের কমিশনিং নিশ্চিত না হয়ে পলিথিন পিলেট্স আমদানি করে মূলধন আটক হওয়ায় ক্ষতি।	৬৫.৩০.৬৭২
১২	ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ কে প্রদত্ত ঋণ সুদসহ আদায় হয়নি।	১০,১২,৪১,০৬৩
১৩	পিপিআর-২০০৮ এর শর্ত উপেক্ষা করে কোন রকম দরপত্র আহ্বান ছাড়াই কারখানার স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা সমীক্ষা করার জন্য পরামর্শক নিয়োগ এবং সমীক্ষা কাজ করানোর পর উক্ত সমীক্ষা রিপোর্ট অকার্যকর করে রাখায় ক্ষতি ।	৯,০০,০০.০০০
১৪	লোকাল জেটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত/পুনঃনির্মাণ কাজের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক্কলনের অতিরিক্ত দরপত্র বহির্ভূত এবং অতিরিক্ত কাজ প্রদর্শনপূর্বক বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৮২.৪০.৫৯৪
	সর্বমোট	**৮৪,০০,১৫,৭৯৯**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষাধীন অর্থ বছর ঃ

- ২০০৭ হতে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব ও অর্থ বছর

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।	২৪-০৭-২০১১খ্রিঃ হতে ২২-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি।	২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, পলাশ, নরসিংদী ।	২৩-১০-২০১১খ্রিঃ হতে ১৫-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।	২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৫	যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, তারাকান্দি, জামালপুর ।	২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৬	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ, ছাতক, সুনামগঞ্জ।	১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৭	ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট ।	১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৮	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ।	১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৯	ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম	১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
১০	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	১১-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনামঃ আমদানিকৃত সার চট্টগ্রাম বন্দরে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ হতে উদ্ধার না হওয়ায় ক্ষতি ২০৬১৫৫৫.৮৪ মাঃ ডলার সমপরিমাণ বাংলাদেশী ১৫,৪৮,৪৩,৪৫৯ টাকা।

বিবরণঃ

বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সার আমদানি সংশ্লিষ্ট নথি ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আমদানীকৃত সার চট্টগ্রাম বন্দরে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ হতে উদ্ধার না হওয়ায় ক্ষতি ২০৬১৫৫৫.৮৪ মাঃ ডলার সমপরিমাণ ১৫,৪৮,৪৩,৪৫৯ টাকা।
- বিসিআইসি'র ক্রয়াদেশ নং-পার-৩.২০৪৫/২০০৯-১০/সিটি-৩৯৫(এফ)/৩৪৬১ এবং পার-৩.২০৪৫/২০০৯-১০/৩৯৬(এফ)/৩৪৬২ তারিখ: ০১-১১-২০০৯ ও ঋণপত্র নং ০৩৩০০৯৯০৩৭ এবং ০৩৩০০৯৯০৩৮ এর মাধ্যমে সার সরবরাহকারী মেসার্স দেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন, ঢাকা M.V. OCEAN PEARL জাহাজযোগে মংলা বন্দরে খালাসের উদ্দেশ্য নিয়ে ১২,১৫১.৫৫ মেঃ টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার আমদানি করে।
- মংলা বন্দরের নাব্যতা (ড্রাফট) কম থাকায় ০৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে বহিঃ নোঙ্গরে পৌছায় এবং ৩৪৭৩.৪৫ মেঃটন সার খালাস করা হয়। উল্লেখ্য, ০৮-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে জাহাজটি ২টি অংশে বিভক্ত হয়ে সম্পূর্ণ পানিতে ডুবে যায়।
- ১৮-১০-২০১০খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আরও ১৯০৫.৮০ মেঃটন সার খালাস অর্থাৎ মোট ১২,১৫১.৫৫ মেঃটন সারের মধ্যে (৩,৪৭৩.৪৫+১,৯০৫.৮০) বা ৫,৩৭৯.২৫ মেঃটন সার খালাস হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬,৭৭২.৩০ মেঃটন সার সরবরাহ সম্ভব নয় মর্মে সরবরাহকারী মেসার্স দেশ ট্রেডিং কর্তৃক বিসিআইসি-কে জানানো হয়েছে।
- পরবর্তীতে জাহাজ মালিক জাহাজের ক্ষতিপূরণ দাবী করে মহামান্য হাইকোর্টে এ্যাডমিরালিটি স্যুট নং-৫৪/২০১০ দায়ের করে এবং বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ্যাডমিরালিটি স্যুট মামলা দায়েরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাহাজ এরেস্ট করে সার উদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্ত সারের মূল্য জাহাজ মালিক হতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- সুতরাং প্রতি মেঃটন সারের মূল্য সিএফআর (মংলা) ৩০৪.৪১ মাঃ ডলার হিসেবে ৬,৭৭২.৩০ মেঃটন সারের মূল্য ২০,৬১,৫৫৫.৮৪ মাঃ ডলার সমপরিমাণ (১ ডলার = ৭৫.১১ টাকা হিসাবে) ১৫,৪৮,৪৩,৪৫৯.৩৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন কোন তাৎক্ষণিক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭-১১-২০১১খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৯-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৭-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। ০৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় ক্ষতিগ্রস্ত ৬৭৭২.৩০ মে.টন সারের মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে সাধারণ বীমা বরাবর দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। ০৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে চলমান মামলার সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়ে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। বীমাদাবী আদায় ও মামলার অগ্রগতির বিষয়ে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারি ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০২।

শিরোনাম: আমদানিকৃত টেলকম পাউডার নিম্নমানের হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,৯৫,২১,৭৬৫ টাকা।

বিবরণ:

কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ(কেপিএম), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি এর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আমদানিকৃত টেলকম পাউডারের ক্রয়াদেশ এবং জাহাজী দলিল, পরীক্ষাগারের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আমদানিকৃত টেলকম পাউডার নিম্নমানের হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,৯৫,২১,৭৬৫ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো)।
- ২০০০(১০০০+১০০০) মেঃটন টেলকম পাউডার সিএন্ডএফ মূল্য মার্কিন ডলার ১,৩৩,০০০ ও ১,৩৯,০০০ মূল্যে সরবরাহের জন্য মেসার্স সামি কর্পোরেশন, হাউস নং-৫৯-৬/১ পশ্চিম রাজাবাজার, তেজগাঁও ঢাকাকে ২টি ক্রয়াদেশ নং পিওপি/৪৫৩৬; তারিখ ১৭/১০/১০খ্রিঃ ও নং ৪৫৪৬; তারিখ ২২/১১/১০ খ্রিঃ প্রদান করা হয়।
- ক্রয়াদেশের ১নং শর্তে টেলকম পাউডারের মান বিনির্দেশ উল্লেখ আছে। ক্রয়াদেশের ১৭, ১৮ ও ১৯ নং শর্তাবলীতে সরবরাহকৃত পণ্য মান বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং পণ্য পরিবর্তন করে পুনরায় নিজ খরচে সরবরাহ করা হবে মর্মে অঙ্গীকারনামা দেয়া হয়েছে।
- কেঁপিএম এর গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা কর্তৃক সরবরাহকৃত টেলকম পাউডারের মান পরীক্ষা করা হয় যার ফলাফল নিম্নরূপ:

ক্রয়াদেশ নং ও তারিখ	পণ্য সরবরাহের		আরএন্ডডি শাখার বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন		
	তারিখ	পরিমাণ(মে:টন)	তারিখ	Loss on Ignition এর বিনির্দেশ	Loss on Ignition এর প্রাপ্ত ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬
পিও পি/ ৪৫৩৬ তা: ১৭/১০/১০	ডিসে/১০	৫০০.০০	২৭/১২/১০	সর্বোচ্চ ৪%	৩৩.১৪%
	জানু/১১	৫০০.০০	৩/১/১১	সর্বোচ্চ ৪%	৩৩.১৪%
পিও পি/ ৪৫৪৬ তা: ২২/১১/১০	মার্চ/১১	৫০০.০০	১/৩/১১	সর্বোচ্চ ৪%	৪০.৫০%
	মার্চ/১১	৫০০.০০			

- গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনে loss on ignition সর্বোচ্চ ৪% এর স্থলে ৪০.৫০% হওয়ায় সরবরাহকৃত নমুনাকে টেলকম পাউডার নয় মর্মে মন্তব্য করা হয়েছে। তাছাড়া মালামালগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা তা ব্যবহারকারী বিভাগ কর্তৃক ২দিনের মধ্যে জানানোর নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে ব্যবহারকারী বিভাগ AKD sizing chemicals এর আওতায় তা ব্যবহার করে দীর্ঘ ৫ মাস পর আনুপাতিক হারে মূল্য কর্তন সাপেক্ষে মালামাল গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।
- ব্যবহারকারী বিভাগ ২৩-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে জানার পরও নির্দিষ্ট সময়ে মতামত না দিয়ে ১০-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে কর্তন সাপেক্ষে গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয় এবং কত টাকা কর্তন করতে হবে বলা হয়নি।
- অন্যদিকে পিওপি/৪৫৪৬; তারিখ ২২-১১-২০১০ খ্রিঃ এর ক্রয়াদেশের টেলকম পাউডারে Loss on Ignition মান বহির্ভূত হওয়ায় ব্যবহারকারী বিভাগ সমুদয় টেলকম পাউডার ব্যবহার অনুপযোগী বলে বাতিল করার জন্য অনুরোধ জানায়।
- বাণিজ্যিক শাখা কর্তৃক কেপিএম/আরএন্ডডি শাখার ০১-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন পাওয়ার পর ক্রয়াদেশের ১৭ হতে ১৯ নং শর্তাবলী অনুযায়ী মান বিনির্দেশ বহির্ভূত ও অগ্রহণযোগ্য টেলকম পাউডার বদলিয়ে পুনরায় সরবরাহ নেয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়নি।
- অন্যদিকে দীর্ঘ ০৬ (ছয়) মাস পর ব্যবহার অযোগ্য ও বাতিলকৃত টেলকম পাউডার ব্যবহারের জন্য ০১-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন (১) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, মহা ব্যবস্থাপক, এমটিএম (২) জনাব বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, (রসায়ন) (৩) জনাব গোলাম সরওয়ার, উপ প্রধান রসায়নবিদ (৪) জনাব সেলিমুল হক, রসায়নবিদ ও (৫) জনাব মোঃ এমরান হোসেন, সহকারী হিসাব কর্মকর্তা। কমিটির সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে ৮-১০-১১ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। ব্যবহার অযোগ্য ও বাতিলকৃত টেলকম পাউডার AKD sizing chemicals এর আওতায় ব্যবহারের জন্য মতামত দেয়া হয়েছে।

- নিম্নমানের টেলকম পাউডার ব্যবহারের ফলে (১) AKD sizing chemicals অনুমোদিত হার অপেক্ষা বেশী ব্যবহার হয়েছে। (২) উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। (৩) উৎপাদন কম হয়েছে।
- টেলকম পাউডার (যার Loss on Ignition বিনির্দেশ এর মধ্যে ও বিনির্দেশ বহির্ভূত) ব্যবহার করে উৎপাদিত কাগজের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

বিবরণ	**Loss on Ignition অনুযায়ী টেলকম পাউডার ব্যবহার**		পার্থক্য
	৪%	৪০.৫০%	
১ মেঃ টন কাগজে ব্যবহার	০.৩৪৯ মেঃ টন	০.২৭৩ মেঃ টন	০.০৭৬
গড় অংশ %	১৪.৯৪	৯.৫৭	(-) ৫.৩৭
টেলকম পাউডার ৬০% (ওজন)	০.২০৯	০.১৬৪	(-) ০.০৪৫ মেঃ টন

- বর্ণিত ছক হতে দেখা যায় যে, loss on ignition ৪%এর তুলনায় ৪০.৫০% হওয়ায় টেলকম পাউডারের পরিমাণ অনেক কম ব্যবহার হয়েছে। ফলে কাগজ উৎপাদনে ওজনের পরিমাণ কম হয়েছে এবং উৎপাদনও কম হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন সময়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বিনির্দেশ বহির্ভূত নিম্নমানের টেলকম পাউডার ব্যবহারের ফলে কাগজ উৎপাদন কম হওয়ায় ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৫-১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। যথা সময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়। ২৩-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ০১-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে কারখানার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আমদানিকৃত টেলকম পাউডার ব্যবহার করা হয়েছে। জবাবের প্রতিউত্তরে ০৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে "গবেষণা ও উন্নয়ন" শাখার বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন অনুযায়ী আমদানীকৃত রাসায়নিক টেলকম পাউডার না হওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতিজনিত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। ক্রয়াদেশের শর্তে সমুদয় মালামাল পরিবর্তন করে পুনরায় সরবরাহ করার বিধান থাকলেও তা করা হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির ১,৯৫,২১,৭৬৫ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৩।

শিরোনাম : আমদানিকৃত পাল্প মান বিনির্দেশ বহির্ভূত ও নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহকারী ও পিএসআই এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,০৭,০৫,৪২১ টাকা।

বিবরণ:

কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ(কেপিএম), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি এর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে আমদানিকৃত BLEACHED HARD WOOD KRAFT PULP (SHEET) এর পিওপি ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আমদানিকৃত পাল্প মান বিনির্দেশ বহির্ভূত ও নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহকারী ও পিএসআই এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,০৭,০৫,৪২১ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “খ” তে দেখানো হলো)
- ক্রয়াদেশের ১নং শর্তে বর্ণিত পণ্যের স্পেসিফিকেশন বলা হয়েছে। ক্রয়াদেশের ১৩ নং শর্তে পিএসআই এজেন্টের করণীয় ও ১৩.৭ নং শর্তে পিএসআই ছাড়পত্র ছাড়া মালামাল জাহাজীকরণ করা যাবে না বলা হয়েছে।
- ক্রয়াদেশের ১৭ ও ১৯ নং শর্ত মোতাবেক সরবরাহকৃত পণ্য মান বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে উক্ত পণ্য বদলিয়ে বা পুনঃ স্থাপন করে দেবে মর্মে সরবরাহকারী সনদপত্র দিয়েছে।
- সরবরাহকৃত ১০৩৮.৯১৩ মেঃ টন পাল্প এর নমুনা কেপিএম/আরএন্ডডি শাখায় মান পরীক্ষা করা হয়। ২২-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, সরবরাহকৃত পাল্পের Breaking length সর্বনিম্ন ৪৫০০(মিঃ) এর স্থলে ৩৬২৬ (মিঃ)। ফলে সরবরাহকৃত পাল্প Virgin pulp নয় মর্মে মন্তব্য করা হয়েছে।
- নিম্নমানের পাল্প সরবরাহের জন্য ক্রয়াদেশে বর্ণিত শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারী ও পিএসআই এজেন্টের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- সরবরাহকৃত পাল্পে Breaking length কম থাকায় টেলকম পাউডারের ব্যবহারিক হার অনুপাতে ব্যবহার করা যায়নি। ফলে উৎপাদন কম হয়েছে ১৩৫.০৯১ মেঃ টন। প্রতি মেঃ টন ৭৯,২৪৬ টাকা হিসাবে প্রতিষ্ঠানের মোট (১৩৫.০৯১X৭৯,২৪৬) বা ১,০৭,০৫,৪২১ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, খালাসকৃত পাল্প মান বিনির্দেশ বহির্ভূত হওয়ায় কোন তথ্য ব্যবহারকারী বিভাগ জানায়নি। উক্ত পাল্প কারখানায় ব্যবহার হয়েছে এবং কোয়ালিটি সনদপত্র পাওয়ার পর এমআরআর করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- আমদানিকৃত পাল্প ক্রয়াদেশে বর্ণিত মান বিনির্দেশ বহির্ভূত; যা ল্যাব টেস্টে প্রমাণিত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৫-২০১২ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২ খ্রি:তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৩-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখের প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, আমদানিকৃত পণ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং pre-shipment inspection agent থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিসিআইসি-কে পত্র লেখা হলেও পণ্য ব্যবহার করায় তা সম্ভব হয়নি। ১৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতিজনিত অর্থ আদায়ের প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। ল্যাব টেস্টের প্রতিবেদন মোতাবেক আমদানিকৃত পাল্প মান বিনির্দেশ বহির্ভূত এবং এ বিষয়ে পিএসআই এজেন্টের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য পত্র লেখার পরও নিম্নমানের পাল্প ব্যবহারের কারণ যৌক্তিক নয় বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির ১,০৭,০৫,৪২১টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৪।

শিরোনাম: আমদানিকৃত মালামাল ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,২৯,০৩,২৫০ টাকা।

বিবরণ:

কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ(কেপিএম), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি এর ২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ, পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, পলাশ, নরসিংদী কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১খ্রিঃ হতে ১৫-১১-২০১১ খ্রিঃ এবং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক ক্রয়-সংক্রান্ত নথি, কার্যাদেশ, মালামাল গ্রহণ, প্রতিবেদন, বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আমদানিকৃত মালমাল ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,২৯,০৩,২৫০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “গ” তে দেখানো হলো)।

(ক) কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ

- ক্রয়াদেশ নং পিওপি /৪৫৪১ তারিখ ৬-১১-১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১০.০০ মেঃ টন সুপার ক্রোম কীট এর সিএন্ডএফ মূল্য ইউরো ২০৭৯০.০০ বাংলাদেশী টাকায় ২০,৪৬,২৭২ টাকা মূল্যে সরবরাহ করার জন্য মেসার্স মিড ফার ইন্টারন্যাশনাল, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রামকে ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়। ক্রয়াদেশের ১নং শর্তে মালামালের মান বিনির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে। ক্রয়াদেশের ১৭ নং ও ১৯ নং শর্তে উল্লেখ আছে সরবরাহকৃত পণ্য ক্রয়াদেশে বর্ণিত মান বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে সেক্ষেত্রে ক্রটিযুক্ত পণ্য সরবরাহকারী নিজ খরচে পুনঃস্থাপন/বদলিয়ে দিবে মর্মে গ্যারান্টি সনদপত্র ও অঙ্গীকারনামা দিতে হবে। এরূপ সনদপত্র শিপিং ডকুমেন্ট এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে। ক্রয়াদেশের ১৩.১৩ নং শর্তে উল্লেখ আছে পিএসআই এজেন্ট এর লিখিত ছাড়পত্র ব্যতীত পণ্য জাহাজীকরণ করা যাবে না।
- ক্রয়াদেশের ১৩.১ অনুযায়ী পিএসআই এজেন্ট মেসার্স কন্টিনেন্টাল ইন্সপেকশন কোং পণ্যের গুণাগুণ, পরিমাণ, প্যাকিং মার্কিং এবং বোঝাইকরণের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন এবং পিএসআই সনদপত্র ইস্যু করবেন।
- মেসার্স মিড ফার ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক ২/১১ মাসে ১০.০০ মেঃ টন সুপার ক্রোম কীট সরবরাহ করা হয়। উক্ত পণ্য ব্যবহার উপযোগী কিনা BUET & BCSIR ল্যাব কর্তৃক উক্ত পণ্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাদের ল্যাব প্রতিবেদনের ফলাফলে দেখা গেছে সরবরাহকৃত পণ্যগুলোর মান ক্রয়াদেশে বর্ণিত মান বিনির্দেশ বহির্ভূত এবং উক্ত পণ্যগুলো ব্যবহারকারী বিভাগ কর্তৃক ব্যবহার অনুপযোগী।
- অদ্যাবধি ক্রটিযুক্ত পণ্য সরবরাহের কারণে ক্রয়াদেশের শর্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়ের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা না নিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে ক্রয়াদেশের শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা না নেয়ায় উক্ত পণ্যের সিএন্ডএফ মূল্য ২০,৪৬,২৭২ টাকা এবং সিডি ভ্যাট ৪,১৮,২৫৫ টাকা ও অন্যান্য খরচ ৯,১১,৩৪৩ টাকা সহ সর্বমোট ৩৩,৭৫,৮৭০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

(খ) পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ

- ক্রয়াদেশ নং সিটি ৬০৩ তারিখ ২-৬-১০ এর মাধ্যমে মেসার্স চায়না গ্যাস এন্ড প্রটোকেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ চায়নাকে একটি 1st stage Evaporator Heater(731) সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয় ।
- M/S Continental Inspection co. এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি নং PUR-1, ২৮৯৩/২০০৯-১০/৩৩৫ তারিখ ০১-০২-২০১০ খ্রিঃ এর ৩(২) নং শর্তে উল্লেখ রয়েছে সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইন্সপেকশন এর জন্য সম্পূর্ণ দায় - দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের। উক্ত কার্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এলসি নং ১২৭৮,১০০১,০১৭৯ তারিখ:২০-৬-১০খ্রি: এর বিপরীতে প্রাপ্ত মালামালের ইন্সপেকশন ঠিকমত না করায় Heater টি ব্যবহারযোগ্য নয় ।
- পণ্যটি ২২-১১-২০১০ খ্রি: তারিখে কারখানায় আনার পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা ব্যবহার অযোগ্য ও টেন্ডার শর্ত বহির্ভুত বলে মতামত দেন। অর্থাৎ Material Stainless Steel এর পরিবর্তে কার্বন স্টীল সরবরাহ করা হয়।
- স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্মারক নং- কস/২.৩৯৯/০৯-১০/২২০৭ তারিখ ২৩-৮-১১ খ্রিঃ ও নং -৬৫ তারিখ ২৫-১০-১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে পণ্যের মূল্য বাবদ ইউএস ডলার ৪১,০০০ যা ৩০,৭৫,০০০ টাকা (প্রতি ডলার ৭৫ টাকা হিসেবে) ও সিডি ভ্যাট এবং অন্যান্য কর বাবদ ৩,০০,০০০ টাকাসহ মোট ৩৩,৭৫,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

(গ) ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ

- ক্রয়াদেশ সিটি নং-২৩৭৭/৬৪৫; তারিখ ২৪-০৪-১০খ্রি: এবং এলসি নং-১২৭৪১০০১০১৫০ তারিখ:১৬-৫-১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১সেট টিউব বান্ডল Assembly with shell including end covers(complete unit) for RTB Ammonia Condenser মাঃ ডলার (US$) ৮৮৩৯৬.২৬ প্রতি ডলার ৬৯.৬০ টাকা হিসাবে সমপরিমাণ টাকা ৬১,৫২,৩৮০ পরিশোধ করে আমদানির মাধ্যমে সরবরাহ দেওয়া হয়।

- কিন্তু Specification অনুযায়ী মাল আমদানি না হওয়ায় অর্থাৎ Stainless Steel এর পরিবর্তে Carbon steel আমদানি সরবরাহ নেওয়ায় কারখানাটিতে তা ব্যবহার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ফলে উক্ত মালামাল আমদানির লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে শুধু মালের Cost & Freight বাবদ ৬১,৫২,৩৮০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে; যা অদ্যাবধি আদায় হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) BCSIR (Bangladesh Council of Scientific & Industrial Research) Lab রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবহারকারী বিভাগ এর মতামত উল্লেখ করে সরবরাহকারী ও পিএসআই কোং কে ক্ষতিপূরণ প্রদান/পুনঃ সরবরাহের জন্য পত্র লেখা হলে উভয়ে অপারগতা প্রকাশ করে। (খ) ভুল ইন্সপেকশন এর কারণে আমদানিকৃত 1st stage Evaporator Heater টি ব্যবহার করা যাবে না মর্মে বিভাগীয় মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ইন্সপেকশন এজেন্সী M/S Continental Inspection Co. Dhaka হতে টাকা কর্তনের জন্য পত্র দেয়া হয়। (গ) আমদানীকৃত মালামাল ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় এমআরআর হয়নি। Pre-shipment Inspection (PSI) এর ক্রয়াদেশ Specification অনুযায়ী পরিমাণ, গুণগত মান প্রভৃতি সঠিক আছে মর্মে Certificate এর ভিত্তিতে সরবরাহকারীকে L/C Payment দেয়া হয় এবং Consignment টি কারখানায় নিয়ে আসা হয়। সরবরাহকৃত মালটি Stainless steel এর পরিবর্তে Carbon steel হওয়ায় No Commercial value তে উক্ত একসেট Tube bundle Assembly প্রতিস্থাপন করে দেয়ার জন্য বারবার পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- (ক) ব্যবহারকারী বিভাগ উক্ত পণ্য BCSIR (Bangladesh Council of Scientific & Industrial Research) Lab. Dhaka. এর টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে অগ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। (খ) সংশ্লিষ্ট ইন্সপেকশন এজেন্সী কর্তৃক Pre-Shipment and Post Landing Inspection যথাযথ হলে উক্ত ক্ষতি সাধিত হতো না। (গ) PG অদ্যাবধি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি এবং মালামাল Replacement হয়নি। কাজেই উক্ত টাকার ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৩-২০১২ খ্রি: এবং ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৫-২০১২ খ্রি:, ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ এবং ২২-০২-১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-১২খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, (ক) BCSIR Lab এর রিপোর্ট এবং বিসিআইসি কর্তৃক নিয়োগকৃত এজেন্ট এর জয়েন্ট সার্ভে রিপোর্ট মোতাবেক টেস্ট করে ক্রয়াদেশের বিনির্দেশ মোতাবেক পাওয়া যায়। ব্যবহারকারী বিভাগ পুনরায় একই পণ্য BCSIR Lab এ টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

  (খ) আমদানীকৃত কাঁচামাল PSI সম্পন্ন হওয়ার পর ইউএফএল সাইটে পৌছায়। ব্যবহারকারী বিভাগ গুণাগুন যাচাইকালে উক্ত পণ্য ত্রুটিযুক্ত পান এবং অব্যবহারযোগ্য বিবেচিত হয়। জবাবের প্রতিউত্তরে ১৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আমদানীকৃত মালামাল ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে জানানো হয়। ব্যবহার অযোগ্য উক্ত মালামাল অদ্যাবধি Replacement না হওয়ায় জবাব সন্তোষজনক হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

- আলোচ্য ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনাম ঃ স্থাপনা ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে আদায়ে ব্যর্থতায় রাজস্ব ক্ষতি ৭০,৭৯,০৭৯ টাকা।

বিবরণঃ

বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-০৭-২০১১খ্রিঃ তারিখ হতে ২২-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ভাড়া আদায় রেজিষ্টার ও ভাড়া চুক্তিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- স্থাপনা ভাড়ার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে আদায়ে ব্যর্থতায় রাজস্ব ক্ষতি ৭০,৭৯,০৭৯ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"ঘ"** তে দেখানো হলো)।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১১-০৬-২০০৯খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত এসআরও নং-১০৫-আইন/২০০৯/৫১৩ মূসক অনুযায়ী স্থান/স্থাপনা ভাড়া মূল্যের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রদেয় এবং এসআরও নং-০৯-আইন/২০১১/৫৮৩-মূসক তারিখ ০৯-০১-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত ভ্যাটের হার ৯% নির্ধারণ করা হয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র অনুযায়ী উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তথা বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভাড়া গ্রহণের পাশাপাশি সরকারি রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ভাড়ার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ করার দায়িত্ব ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের। যেহেতু বিসিআইসি মূসক আইনে নিবন্ধিত নয়,তাই ভাড়াটিয়ার নিকট হতে মূসক আদায় করার দায়িত্ব বিসিআইসি'র উপর বর্তায় না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র (৪-৯-২০০৯ খ্রিঃ) অনুযায়ী ভাড়ার ওপর ১৫% হারে ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। বর্ণিত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী ইজারা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে এবং ইজারা মূল্য গ্রহণের পাশাপাশি সরকারি রাজস্ব উৎসে আদায়ে ব্যর্থ হলে ইজারা মূল্য হতেই তা নির্ধারিত সময়ে সরকারি কোষাগারে পরিশোধে বাধ্য থাকবেন। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭-১১-২০১১খ্রিঃতারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। ২৯-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৭-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ০৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে ক্ষতির সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। ক্ষতির অর্থ আদায়ের কোন প্রমাণক অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সরকারি রাজস্ব ক্ষতির অর্থ অতি সত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬।

শিরোনামঃ বিধি বহির্ভূতভাবে কর্মচারী/শ্রমিকদের অধিকাল ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি ৮,০৫,৯৫,৫০৮ টাকা।

বিবরণঃ

যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, তারাকান্দি, জামালপুর এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ হতে ১২-১২-২০১১ খ্রিঃ, পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, পলাশ, নরসিংদী কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১১-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত, ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ, ছাতক, সুনামগঞ্জ এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব গত ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ এবং ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ওভারটাইম রেজিষ্টার, বিল এবং পরিচালনা পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী হতে দেখা যায় যে,

- বিধি বহির্ভূতভাবে কর্মচারী/শ্রমিকদের অধিকাল ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি ২,০৫,৫৬,৫০৬ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেখানো হলো।)
- জাতীয় সংসদের ৯ম সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬১তম সভার কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ ৮(খ) অনুযায়ী ডাউন টাইমের সাথে জড়িত/উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত শ্রমিক ব্যতীত কোন কর্মচারী অধিকাল ভাতা প্রাপ্য হবে না। যারা অধিকাল ভাতা প্রদান করেছেন তাদের নিকট হতে সমুদয় টাকা আদায় করার জন্য বলা হয়েছে।
- শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১০২(২০) অনুযায়ী কোন শ্রমিক দ্বারা মূল কাজ সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশী করানো যাবে না এবং অধিকালসহ ঐ শ্রমিক দ্বারা সর্বোচ্চ ৬০ ঘন্টা কাজ করানো যাবে এবং ধারা ১০৮ অনুযায়ী অধিকাল সময়ের জন্য মূল মজুরীর দ্বিগুণ হারে অধিকাল ভাতা প্রাপ্য হবেন। উক্ত ধারা অনুযায়ী শ্রমিকদের সপ্তাহে (৬০-৪৮) বা ১২ ঘন্টা ওভারটাইম প্রদান করা যাবে। সেই হিসাবে মাসিক ৫২ ঘন্টা বছরে ৬২৪ ঘন্টার বেশী কোন শ্রমিক ওভারটাইম প্রাপ্য হবেন না।
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৪-১১-৮৮ তারিখের স্মারক নং-শিল্প/স্ব/ম-অডিটসেল ১০/১২/৮৮-৭২২(৯) এর অনুচ্ছেদ ৬ মোতাবেক শ্রমিক কর্মচারীগণকে সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাবে না। কিন্তু নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে দেখা যায়;

(ক) **যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ**

- একজন শ্রমিককে মাসিক ৫২ ঘন্টার পরিবর্তে ফেব্রুয়ারি'১০ মাসে সর্বোচ্চ ২৪০ ঘন্টা এবং সর্বনিম্ন ১৯৬ ঘন্টা পর্যন্ত সময়ের অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে; যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বিসিআইসি প্রধান কার্যালয় তার পত্র নং-সূত্র ৩৬.০১৯.০১৮.০২.০৮.০১১০.২০০৭ তারিখঃ ১২-৪-২০১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে অধিকাল ভাতা বাজেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু জেএফসিএল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের শ্রম আইন-২০০৬ এর ধারা ১০২(২) এবং প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত আইনানুগ অধিকাল ভাতা বাজেট বরাদ্দ ১,৩৪,৯৯,৬৬৭ টাকার পরিবর্তে ৪,৮৫,১৪,৮৩৬ টাকা প্রদান করায় অতিরিক্ত ৩,৫০,১৫,১৬৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"ঙ-১"** তে দেখানো হলো।)

(খ) **পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ**

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৪-১১-৮৮ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-শিল্প/স্ব/ম-অডিটসেল ১০/১২/৮৮-৭২২(৯) এর অনুচ্ছেদ ৬ মোতাবেক শ্রমিক কর্মচারীগণকে সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাবে না। এক্ষেত্রে তার অধিকাল ভাতার হার মূল বেতনের ২৫%।
- কারখানার ১জন শ্রমিক ৬দিন কাজ করার পর ১দিন বিশ্রাম পান, সেই হিসাবে মাসিক কর্মদিন (৬÷৮)×৩০ বা ২২.৫দিন এবং বাৎসরিক (অর্জিত মেডিকেল, সরকারী ও অন্যান্য) ছুটি ৬২ দিন হিসাবে মাসিক ছুটি (৬২÷১২) বা ৫.২ দিন। এমতাবস্থায় একজন শ্রমিক মাসিক কাজ করে (২২.৫-৫.২) বা ১৭.৩ দিন অর্থাৎ (১৭.৩ ×৮ ঘন্টা) বা ১৩৮ ঘন্টা।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪০৮জন অনুমোদিত শ্রমিক হতে ২৬৬.১৫ কর্মদিবসে (উৎপাদন/ডাউন টাইম) দৈনিক ৮ঘন্টা হিসাবে মোট কর্মঘন্টার প্রয়োজন ৮,৬৮,৭১৪ কর্মঘন্টা।
- নিয়োজিত ৩৭২জন শ্রমিক হতে ২৬৬.১৫ কর্মদিবসে মাসিক ১৩৮ নীট কর্মঘন্টা হিসাবে প্রাপ্ত কর্মঘন্টা ৬,১৬,০৩২। এক্ষেত্রে ঘাটতি কর্মঘন্টা (৮৬৮৭১৪-৬১৬০৩২)=২৫২৬৮২।

- অতিরিক্ত পরিশোধিত অধিকাল ঘন্টা (৪,৯০,২৬৬-২,৫২,৬৮২) বা ২,৩৭,৫৮৪ ঘন্টা। প্রতি ঘন্টা অধিকাল ভাতার গড় হার ৬২.৮২ টাকা হিসাবে শ্রমিকগণের নিকট হতে আদায়যোগ্য (২,৩৭,৫৮৪×৬২.৮২) =১,৪৯,২৫,০২৭ টাকা।
- পরিশিষ্ট অনুযায়ী কর্মচারীগণকে পরিশোধিত অধিকাল ভাতা ১,১৪,৪৯,৭৯৭ টাকা; যা প্রাপ্য নহে।
- শ্রমিক ও কর্মচারীগণের নিকট হতে সর্বমোট আদায়যোগ্য ২,৬৩,৭৪,৮২৪ (১,৪৯,২৫,০২৭+১,১৪,৪৯,৭৯৭) টাকা। এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে সংশোধিত অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,০৭,৫৬,০০০ টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"ঙ-২"** তে দেখানো হলো।)

(গ) ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ, ছাতক

- ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ, ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), ঢাকা এর পত্র নং .০২৩.২০১১.০৮৫০ তাং- ০৬-০৩-২০১১ খ্রিঃ তে উল্লেখ করা হয় যে, ০৮-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলে অনুষ্ঠিত বাজেট আলোচনা সভায় সংস্থার ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় বাজেটের উপর বিশদভাবে আলোচনা হয় এবং প্রস্তাবিত বরাদ্দের কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনের পর ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ কারখানার স্থায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীদের অধিকাল ব্যয় (Overtime) নির্বাহের জন্য ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে অধিকাল ব্যয় খাতে ১১৯.৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের অনুমোদন দেয়া হয় এবং কোনক্রমেই অনুমোদিত বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না বলেও উল্লেখ করা হয়।
- ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে কর্মকর্তাদের অধিকাল ভাতা বাবদ মোট ১০,২৪,২৩৫ টাকা, কর্মচারীদের মোট ৫৩,৭০,৮২৩ টাকা এবং শ্রমিকদের মোট ২,১৬,২০,৪০০ টাকাসহ সর্বমোট ২,৮০,১৫,৪৫৮ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ফলে সরকারী/সংস্থার নির্দেশ উপেক্ষা করে বাজেট অতিরিক্ত অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে (২,৮০,১৫,৪৫৮ – ১,১৯,৬২,০০০) বা ১,৬০,৫৩,৪৫৮ টাকা। অর্থাৎ বাজেট বরাদ্দের ৪২.৭০% অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ

- ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় ওভারটাইম রেজিষ্টার, বিল এবং পরিচালনা পর্ষদ সভার কার্যবিবরণী হতে দেখা যায় যে,
- অনিয়মিত এবং ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে শ্রমিক/কর্মচারীদেরকে মূল বেতনের ২/৩ গুণেরও বেশী হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ৩১,৫২,০৫৭ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পরিচালনা পর্ষদে উত্থাপিত কার্যবিবরণীতে জুলাই/২০১০– জুন/২০১১ পর্যন্ত সর্বোচ্চ অধিকালভাতাভোগী ১০ জন শ্রমিক এবং ১০ জন কর্মচারীর তালিকা অনুযায়ী তাদের মূল বেতনের পরিমাণ ছিল ১৭,৪৫,৫৬৩ টাকা। তাদেরকে অধিকালভাতা বাবদ ৪৮,৯৭,৬২০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে মূল বেতনের অতিরিক্ত ৩১,৫২,০৫৭ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে; যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট **"ঙ-৩"** তে দেখানো হলো।)

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে জানানো হয় যে, (ক) শ্রম আইন ২০০৬ এর ১০২(২) ধারা অনুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কারখানা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। (খ) কারখানা দিবা রাত্রি ২৪ ঘন্টা চালু থাকে। অনুমোদিত সেট আপ অপেক্ষা ৬০জন শ্রমিক ঘাটতি আছে; যা বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। (গ) সেট আপের বিপরীতে শ্রমিক/কর্মচারী কম থাকায় অধিকাল কাজের সাহায্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে কারখানার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেট আপ অনুযায়ী লোকবল থাকলে অধিকাল কাজের প্রয়োজন হতো না। (ঘ) ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ কোন জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- শ্রম আইন এবং বিসিআইসি'র নির্দেশনা লংঘন করে অতিরিক্ত অধিকালভাতা প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- (ক) উল্লিখিত আপত্তির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০২-২০১২খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২০-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় সেট-আপের তুলনায় শ্রমিকের অপ্রতুলতার কারণে পালার কেউ ছুটি নিলে অন্য শ্রমিক ৮ঘন্টা পালার ভিত্তিতে অধিকালে নিয়োজিত হন। উৎপাদন প্রক্রিয়া অত্যাধুনিক ও জটিল বিধায় কোন শ্রমিকের পদ খালি রেখে

পালা চালানো বিপদজনক। অধিকাল ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রম আইন ২০০৬ এর ১০২(২) ধারা লংঘন করায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

- (খ) উক্ত আপত্তির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র দেয়া হয়। সঠিক সময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-১২খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় কর্মচারী সেট-আপের চেয়ে কম থাকায় প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক জরুরী কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে উৎপাদন অব্যাহত রাখার স্বার্থে অতিরিক্ত সময় কাজ করানোর মাধ্যমে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে। অধিকাল ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রম আইন ২০০৬ লংঘন করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- (গ) উল্লিখিত আপত্তির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৬-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব যথাসময়ে না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পুরানো কারখানাটির যে কোন ইউনিট যখন তখন বন্ধ হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক উৎপাদন বিপণন সচল করতে হলে অতিরিক্ত জনবল নিয়োজিত রাখতে হয়। শ্রমিকদের অধিকাল ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রম আইন ২০০৬ লংঘন করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- (ঘ) উল্লিখিত আপত্তির বিষয় উল্লেখ পূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২৫-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব যথাসময়ে না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় কারখানাটি দীর্ঘদিনের পুরাতন বিধায় প্রতিনিয়ত যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ফলে দক্ষ লোকবল দ্বারা কারখানা চালু রাখতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোকবল দিয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো হয়। ১৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে শ্রম আইন ২০০৬ এর কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না বরং তা যথাযথ পালন করতঃ দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে অধিকাল ভাতা পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৭।

শিরোনাম ঃ জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৯ অনুযায়ী বেতন ও বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বাড়ী ভাড়া স্ল্যাব বৃদ্ধি না করায় সংস্থার ক্ষতি ৫৯,৬৬,৩৯৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ এবং ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে বেতন ভাতা রেজিষ্টার, বাড়ী ভাড়া স্ল্যাব রেজিষ্টার, বাড়ী ভাড়া কর্তন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৯ অনুযায়ী বেতন ও বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বাড়ী ভাড়া স্ল্যাব বৃদ্ধি না করায় সংস্থার ক্ষতি ৫৯,৬৫,৩৯৬ টাকা। (**বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ"** তে দেখানো হলো)
- জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া আগের তুলনায় ৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে; যা ১লা জুলাই, ২০১০ হতে কার্যকর। সে অনুসারে হাউজ রেন্ট স্ল্যাব ১লা জুলাই, ২০১০ হতে পূর্বের তুলনায় ৬০% বৃদ্ধি করে কর্তন করার কথা। কিন্তু উল্লিখিত কারখানা ২টি ১লা জুলাই, ২০১০ হতে হাউজ রেন্ট স্ল্যাব বৃদ্ধি না করায় উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লেখ্য, হাউজ রেন্ট স্ল্যাব বৃদ্ধির বিষয়ে ৯ম সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ এ আনুপাতিক হারে বাড়ী ভাড়া স্ল্যাব বৃদ্ধি না করায় ক্ষতি ২৯,৬৭,৮১০টাকা। অনুরূপভাবে ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এ ক্ষতি ২৯,৯৮,৫৮৩ টাকা। ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ(২৯,৬৭,৮১০ + ২৯,৯৮,৫৮৩) বা ৫৯,৬৬,৩৯৩ টাকা।
(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " **চ-১, চ-২** " তে দেখানো হলো।)

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ কার্যকরী হওয়ার পরে শ্রমিক কর্মচারীদের হাউজ রেন্ট স্ল্যাব বৃদ্ধির বিষয়ে বিসিআইসি অত্র কোম্পানীকে কোন নির্দেশনা দেয়নি বলে আনুপাতিক হারে হাউজ রেন্ট স্ল্যাব বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ পূর্ণাঙ্গ কার্যকর হওয়ার সংগে সংগে হাউজ রেন্ট স্ল্যাব বৃদ্ধি করা উচিত ছিল। তাছাড়া এ সংক্রান্ত ৯ম সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নির্দেশনা রয়েছে।
- উল্লিখিত আপত্তির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় মজুরী কমিশন ২০১২ বাস্তবায়িত হলে হাউজ রেন্ট স্ল্যাব বৃদ্ধি কার্যকর করা হবে। ১৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে অবিলম্বে হাউজরেন্ট স্ল্যাব বৃদ্ধি করে জুলাই/২০১০ থেকে কার্যকর করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৯ অনুসারে বর্ধিত হারে বাড়ী ভাড়া প্রদান করলেও স্ল্যাব হার অপরিবর্তিত থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ৯ম সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক হাউজ রেন্ট স্ল্যাব দ্রুত বৃদ্ধিসহ ক্ষতিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮

শিরোনাম ঃ বিবিধ অগ্রিম প্রদান বাবদ ৪,০১,৭০,৫৯৫ টাকা দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়/অসমন্বিত রয়েছে।

বিবরণ ঃ

আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সরবরাহকারী/ঠিকাদার অগ্রিম, ক্রয় ও খরচ অগ্রিম, বেতন অগ্রিম, শ্রমিকদের মজুরী অগ্রিম এবং অন্যান্য অগ্রিম রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিবিধ অগ্রিম প্রদান বাবদ ৪,০১,৭০,৫৯৫ দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়/অসমন্বিত রয়েছে।। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ " তে দেখানো হলো)।
- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, ঢাকা এর স্মারক নং-হিসাব/প্রকসা/৮১২(৪)/১৮ তাং-১৩-৯-১৯৯২ খ্রিঃ এর নির্দেশনা মোতাবেক, ঠিকাদার/সরবরাহকারীগণকে কোন প্রকার অগ্রিম প্রদান করা যাবে না এবং ক্রয়, বেতন ও শ্রমিকের মজুরী খাতে প্রদত্ত অগ্রিমের টাকা সত্বর আদায় করতে হবে ।
- আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ উক্ত আদেশ উপেক্ষা করে ঠিকাদার/সরবরাহকারীগণকে ক্রয় বাবদ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বেতন, মজুরী ও অন্যান্য খাতে অগ্রিম প্রদান করে। এ খাতে দীর্ঘদিন যাবৎ ২,৪৮,৮৮,৭২২ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত অবস্থায় রয়েছে।
- ন্যাচারেল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ কর্তৃপক্ষ বিসিআইসি'র নির্দেশনা উপেক্ষা করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিপুল পরিমাণ টাকা বেতন অগ্রিম হিসাবে প্রদান করেছে; যা আদায়/সমন্বয় করা হয়নি।
- ফলে বিবিধ অগ্রিম প্রদান বাবদ (২,৪৮,৮৮,৭২২+১,৫২,৮১,৮৭৩) বা ৪,০১,৭০,৫৯৫ টাকা দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়/অসমন্বিত রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখার জন্য এবং শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দূরীকরণের স্বার্থে অগ্রিম প্রদান করতে হয়েছে। তবে এই অগ্রিম ঠিকাদারের বিল হতে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন হতে প্রতি মাসে কর্তন করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। (খ) মজুরী কমিশন ২০০৯ এর বিপরীতে সিবিএ-র দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কারখানার শ্রমিকদেরকে অগ্রিম দেয়া হয়েছে; যা বেতন অগ্রিম হিসাবে লেজারভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত টাকা মজুরী কমিশন-২০০৯ বাস্তবায়নের পর সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিসিআইসি'র আদেশ লংঘন করে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে বা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৫-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ২৩-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় আদায়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ১৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে অবশিষ্ট টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অগ্রিমের সমুদয় টাকা সত্বর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনামঃ সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে পুনঃটেন্ডারে গিয়ে অতি উচ্চ দরে ফসফরিক এসিড ক্রয় করায় সরকারের ২৯,৮৪,০৬,১২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোঃ লিঃ রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম এর ২০০৭-১১ সালের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের হিসাব ০৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ফসফরিক এসিড ক্রয়-সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ২৫-০৩-০৮ খ্রিঃ তারিখের আহ্বানকৃত দরপত্র ও ০৭-০৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে উন্মুক্তকৃত দরপত্রসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে পুনঃটেন্ডারে গিয়ে অতি উচ্চ দরে ফসফরিক এসিড ক্রয় করায় সরকারের ২৯,৮৪,০৬,১২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে । (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " **জ**" তে দেখানো হলো।)
- ২৫-০৩-০৮ খ্রিঃ তারিখের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে ০৩(তিন) টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ঠিকাদার মেসার্স Agro industrial input Dhaka, principal:M/S Wilson industrial Trading pvt .Ltd. সিংগাপুর দাখিলকৃত দরপত্রে প্রতি মেট্রিক টন ফসফরিক এসিডের মূল্য ১১৪৭.১৭ ডলার প্রদর্শন করে।
- বিসিআইসি'র বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফসফরিক এসিড State to State ক্রয়ের সম্ভাবনা থাকায় ২৫-০৩-০৮ খ্রিঃ তারিখের আহ্বানকৃত দরপত্র ও ০৭/০৫/০৮খ্রিঃ তারিখের উন্মুক্তকৃত দরপত্রসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে।
- পরবর্তীতে State to State ফসফরিক এসিড ক্রয় করা হয়নি। ০৩-০৫-০৮খ্রিঃ তারিখের পুনঃটেন্ডারে ০৩(তিন)টি দরপত্র পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স Poton trader. Dhaka এর নিকট হতে ১০০০০মেট্রিক টন ১৩৩৫ ডলারে ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮-০৬-০৮খ্রিঃ Shab international Dhaka : M/S Wilson industrial Trading pvt .Ltd. সিংগাপুর এর নিকট হতে ১০০০০+১০০০০মে.টন করে প্রতি এসিডের মূল্য যথাক্রমে ১২৭৩.৩৭ ও ১২৬২.৮৭ ডলারে ক্রয় করা হয়েছে; যা পরবর্তী ০৭-০৫-০৮ খ্রিঃ উন্মুক্তকৃত দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্নদর ১১৪৭.১৭ ও সর্বশেষ ক্রয়দর ৭৪৪.০৭ ডলারের চেয়ে বেশি ।
- এক্ষেত্রে, সংস্থা এক্স ফ্যাক্টরী মূল্য ও উৎপাদন খরচের ব্যাপক তারতম্য, আর্থিক সংকট, অতিরিক্তি ডিএপি সারের মজুত, সারের মৌসুম (Peak-hour) ইত্যাদি বিষয়াবলি এড়িয়ে শুধুমাত্র উৎপাদনের স্বার্থে অতি উচ্চ দরে এসিড ক্রয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ক্রয়-কমিটি হতে অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। এভাবে প্রাপ্ত নিম্ন দরদাতার দরপত্র বাতিল করে পুনঃটেন্ডার অতি উচ্চ দরে এসিড ক্রয় করে সরকারের ২৯.৮৪.০৬.১২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উৎপাদনের স্বার্থে উচ্চদরে এসিড ক্রয়ের যৌক্তিকতা দেখানো হয়েছে। অথচ বিগত ০৬(ছয়) মাসের এসিডের ব্যবহার পর্যালোচনা করে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় এসিড কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা পরিলক্ষিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ফসফরিক এসিড ক্রয়-সংক্রান্ত দরপত্র থেকে এলসি খোলা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের ক্রয় শাখা কর্তৃক সম্পাদন করে থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ হয়নি। কারণ উন্মুক্তকৃত দরপত্রসমূহ কেন বাতিল করা হয়েছিল এই সম্পর্কে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনসহ বাস্তবভিত্তিক জবাব সংগ্রহ করে জবাব প্রদান করা হয়নি। একদিকে ব্যবহার অনুপাতে এসিড কেনা হয়নি অন্যদিকে উন্মুক্তকৃত দরপত্র বাতিল করে পুনঃটেন্ডারে গিয়ে বেশি দামে এসিড ক্রয়ের ফলে আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ০৫-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ০৬-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় উক্ত দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত দ্বিতীয় নিম্নতম দরদাতার দর বিবেচনা করার কোন সুযোগ ছিল না। ফলে বিসিআইসি'র সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ বিসিআইসি বোর্ডে আলোচিত ফসফরিক এসিড আমদানীর জন্য রি-টেন্ডার আহ্বান করার সিদ্ধান্ত প্রদান করে। ০৫-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে পুনঃ টেন্ডারে গিয়ে বেশী দামে এসিড ক্রয়ে আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিকৃত ২৯.৮৪.০৬.১২০ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনামঃ উন্মুক্ত দরপত্র আহবান উপেক্ষা করে মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর নিকট হতে W.P.P (Wouven poly prophyline) ব্যাগ সরাসরি ক্রয় করায় ৩৮,১১,৮৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রামের ২০০৭-১১ সালের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে স্থানীয় ক্রয় আদেশ নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- খোলা দরপত্র আহ্বান না করে মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর নিকট হতে বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে W.P.P ব্যাগ ইনারসহ ক্রয় করায় ৩৮,১১,৮৮০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ডিএপি -১ এর চাহিদা এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী খোলা দরপত্র আহ্বানের পরিবর্তে যৌথ প্রকল্প মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ হতে W.P.P ব্যাগ সংগ্রহ করা হয়।
- বিসিআইসি'র ক্রয় আদেশ নং পার ১.২৭৮৯/২০০৭-০৮/সিটি -২৫১১(এল)/৩১৯০ তারিখ: ০৬-১১-০৭ খ্রিঃ মাধ্যমে উক্ত কোম্পানী হতে ৯.৩২ লক্ষ (নয় লক্ষ বত্রিশ হাজার) পিস প্রতি ৩০.৫৪ টাকা দরে ক্রয় করে ২৮,৪৭,২,৩৬৭ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- পরবর্তীতে ক্রয়াদেশ নং সিটি-২৬১৫(এল) তারিখ: ০১-০৬-০৮খ্রিঃ এর বিপরীতে দেখা যায় যে, W.P.P ব্যাগের চাহিদা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী খোলা দরপত্র আহ্বান করা হলে ০৩(তিন) টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর প্রতি পিস ২৬.৪৫ টাকা সর্বনিম্ন দর বিবেচিত হওয়ায় ১৮.৫০ লক্ষ (আঠার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) পিস ব্যাগ উক্ত কোম্পানীর নিকট হতে ক্রয় করা হয়েছে।
- ক্রয় নীতিমালা বিধি ৭৪(১) অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান এড়াইবার বা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আনুকূল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না।
- আলোচ্য প্রতিষ্ঠান পিপিআর বিধি ৭৪(১) ব্যত্যয় ঘটিয়ে সিটি-২৫১১(এল) তাং ০৬/১১/০৭খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রতি W.P.P ব্যাগ ৩০.৫৪টাকা দরে ৯.৩২ লক্ষ (নয় লক্ষ বত্রিশ হাজার) পিস ব্যাগ উন্মুক্ত দরপত্র ছাড়াই সরাসরি মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ হতে ক্রয় করায় বাজার মূল্যের চেয়ে তাকে (৩০.৫৪-২৬.৪৫) বা ৪.০৯ টাকা হারে প্রতি পিস ব্যাগে অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সর্বমোট (৯,৩২,০০০ X ৪.০৯) বা ৩৮,১১,৮৮০ টাকা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- এ ছাড়া নবম জাতীয় সংসদের ৭৪তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত আছে " মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজকে গণখাতের কোম্পানী হিসেবে বিবেচনা না করে সকল সুযোগ সুবিধা বন্ধ করতঃ মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজের মালিকানা সুসংহত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবকে প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।" ফলে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ব্যতিরেকে মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজের নিকট হতে মালামাল ক্রয় করা উচিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, W.P.P (Wouven poly prophyline) ব্যাগ-সংক্রান্ত কাজ টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে এলসি খোলা পর্যন্ত যাবতীয় ক্রয় শাখা হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ হয়নি। কারণ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক দরের সাহায্যে কম দামে W.P.P ব্যাগ সরবরাহ নেওয়া হয়েছিল ।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ০৫-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ০৬-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, শেয়ার হোল্ডার চুক্তি ও যৌথ প্রকল্প চুক্তি অনুযায়ী মিরাকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর উৎপাদিত পলি প্রোপাইলিন ব্যাগ সংগ্রহে বিসিআইসি ও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ০৫-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে ক্রয় নীতিমালা লঙ্ঘন করে W.P.P ব্যাগ ক্রয় করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতিকৃত ৩৮,১১,৮৮০ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনামঃ পলিথিন প্ল্যান্টের কমিশনিং নিশ্চিত না হয়ে পলিথিন পিলেটস আমদানী করে মূলধন আটক হওয়ায় ক্ষতি ৬৫,৩০,৬৭২ টাকা।

বিবরণ ঃ

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রামের ২০০৭-১১ সালের হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে পলিথিন প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম ও পিলেটস সংগ্রহের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- পলিথিন প্ল্যান্টের জন্য পলিথিন পিলেটস আমদানী করে চলতি মূলধন আটক জনিত ক্ষতির পরিমাণ ৬৫,৩০,৬৭২ টাকা।
- স্থাপিত পলিথিন প্ল্যান্ট কমিশনিং (চালু) করার জন্য ইউএফএফএল ও সিইউএফএল হতে ২মে.টন পিলেটস সংগ্রহ করা হয়েছে।
- পলিথিন প্ল্যান্টের লগ বহি হতে দেখা যায় যে, ০৭-০৯-০৬খ্রিঃ হতে ১৭-০৯-০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত কমিশনিং কাজে ১২.৪২মে.টন পলিথিন প্ল্যান্ট ১৭-০৯-০৬ খ্রিঃ হতে নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।
- স্থাপিত পলিথিন প্ল্যান্টের কমিশনিং নিশ্চিত না করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ৯.৯৮মে.টন পিলেটস মজুত থাকা অবস্থায় জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে বিকল প্ল্যান্টের জন্য পলিথিন পিলেটস ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, বিসিআইসি'র অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসহ ডিএপিএফসিএল এর জন্য ক্রয়াদেশ নং হতে প্রতি মে.টন সিএন্ডএফ মূল্য ১৩৭৭ ডলার দরে ৬০ মে.টন পলিথিন পিলেটস সংগ্রহ করে।
- আমদানিকৃত ৬০মে.টন পিলেটস হতে ডিএপিএফসিএল এর জন্য ৫১.৭৫০মে.টন পিলেটস প্রেরণ করা হয়েছে। যার এস.আর আর নং ০৯৮০ তারিখ:০৮-০২-১০খ্রিঃ।
- বিকল পলিথিন প্ল্যান্টের জন্য পলিথিন পিলেটস ক্রয়ের প্রস্তাবকারী ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আলোচ্য ক্ষতির টাকা আদায়যোগ্য।
- আমদানিকৃত পিলেটস এর মূল্য ৪৯,৪৫,৪২৬ টাকা(৫১.৭৫০×১৩৭৭ডলার×৬৯.৪০)। মূলধন আটকজনিত ব্যাংক সুদ ১০% হিসাবে ৬৫,৩০,৬৭২ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সাধারণ ঠিকাদার /ভেন্ডার কর্তৃক কমিশনিং করা সম্ভব হয়নি, তবে বন্ধ প্ল্যান্ট চালু করার জন্য বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৮-০৪-০৯খ্রিঃ তারিখে ৮(আট) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ ধারণা করে প্ল্যান্ট চালু করা যাবে তাই পিলেটস ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ক্রয়ের পরে অদ্যাবধি ব্যবহার হয়নি। বর্তমানে বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন আছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক হয়নি। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৮-০৪-০৯খ্রিঃ তারিখে গঠিত কমিটির রিপোর্ট ছাড়াই কারখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধ প্ল্যান্ট চালু হবে ধারণার উপর ভিত্তি করে পলিথিন পিলেটস ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ০৫-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ০৬-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বন্ধ প্ল্যান্টটি চালু করার জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে যান্ত্রিক ত্রুটি সমাধান করে দ্রুত প্ল্যান্টটি চালু করা যাবে। উল্লিখিত কারিগরি কমিটি দীর্ঘদিন কাজ করে প্ল্যান্টের কিছু সমস্যা চিহ্নিত করতে সমর্থ হলেও প্রয়োজনীয় Spare parts এর List প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। ০৫-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ সদস্যের কমিটির রিপোর্ট ছাড়াই কারখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধ প্লান্ট চালু হবে ধারণার উপর ভিত্তি করে পলিথিন পিলেটস ক্রয়ের প্রস্তাব করা যুক্তিসঙ্গত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির ৬৫,৩০,৬৭২ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম ঃ ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ কে প্রদত্ত ঋণের সুদসহ ১০,১২,৪১,০৬৩ টাকা আদায় করা হয়নি।

বিবরণঃ

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৮-২০১১ সনের হিসাব ১১-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে চুড়ান্ত হিসাব,সাবসিডিয়ারী লেজার, ঋণের নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ কে প্রদত্ত ঋণের সুদসহ ১০,১২,৪১,০৬৩ টাকা আদায় করা হয়নি।
- চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ ও সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর মধ্যে ১৫-০৫-১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখের স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তি অনুসারে সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ কে ৫কোটি টাকা ৮.৫% সুদে ৮ কিস্তি তে পরিশোধের শর্তে চেক নং-০০১৮৫৮ তারিখঃ ১৫/০৫/১৯৯৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়।
- বিসিআইসি কার্যালয়ের ০৬-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-হিসাব /বাঃনিঃ(সাধারণ)/৩০৯/৩৩৬ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ সরকারী সিদ্ধান্তক্রমে ৩০-০৪-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মেসার্স নিটল মোটর্স এর নিকট ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
- নথিপত্র পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর মধ্যে ১৫-০৫-১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখে ঋণ গ্রহণের পর হতে ঋণ চুক্তির শর্তানুসারে কোন কিস্তি পরিশোধ করেনি। আবার প্রতিষ্ঠানটি ০৬-০২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হলেও সিইউএফএল এর পাওনা সুদসহ ১০,১২,৪১,০৬৩ টাকা অদ্যাবধি আদায় না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন আটক হয়ে আছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, এ ব্যাপারে সংস্থাকে কয়েকবার পত্র দেয়া হয়েছে। আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের সময় পাওনা টাকা আদায় করা উচিত ছিল। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ১৭-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ০৬-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ বিক্রয়ের সময় আন্তঃ প্রকল্প খাতে সমস্ত দায় দেনা বিসিআইসি কর্তৃক পরিশোধ/গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত থাকলেও তা অদ্যাবধি পরিশোধ করা হয়নি। ০৫-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের সময় পাওনা টাকা আদায়যোগ্য ছিল বিধায় দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির ১০,১২,৪১,০৬৩ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩।

শিরোনামঃ পিপিআর-২০০৮ এর শর্ত উপেক্ষা করে কোন রকম দরপত্র আহ্বান ছাড়াই কারখানার স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা সমীক্ষা করার জন্য পরামর্শক নিয়োগ এবং সমীক্ষা কাজ করানোর পর উক্ত সমীক্ষা রিপোর্ট অকার্যকর করে রাখায় ক্ষতি ৯,০০,০০,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ,রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম এর ২০০৮-১১ সালের হিসাব ১১-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে কারখানার স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখা এবং কারখানার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন-সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ,

- পিপিআর/২০০৮ এর শর্ত উপেক্ষা করে কোন রকম দরপত্র আহ্বান ছাড়াই কারখানার স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ফিরে পাবার নিমিত্ত সমীক্ষা কাজ করানো এবং উক্ত সমীক্ষা রিপোর্ট অকার্যকর করে রাখায় ক্ষতি ৯,০০,০০,০০০ টাকা।
- পিপিআর/২০০৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর অংশ-১ এ বর্ণিত বিধি ৪(৮) এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায় এর অংশ-২ এ বর্ণিত বিধি-১৩৩ অনুযায়ী পরামর্শক সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যোগ্য পরামর্শক সেবা নির্বাচনপূর্বক ক্রয় করতে হবে। পরামর্শক সেবা কোন আইটেম নয় বিধায় এটিকে প্রপ্রাইটরী আইটেম হিসাবে বিবেচনার কোন সুযোগ নেই।
- কারখানা কর্তৃপক্ষ পিপিআর /২০০৮ এর শর্ত উপেক্ষা করে কোন রকম দরপত্র আহ্বান ছাড়াই সরাসরি মেসার্স টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের সাথে "Techno-economic feasibility study for sustaining roted production capacity and plant life extension" বিষয়ক সমীক্ষা কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে DPP (Development Project Pro forma) প্রস্তুতের জন্য ২৬-৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৯,০০,০০,০০০ টাকার চুক্তি করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুযায়ী সমীক্ষা সম্পন্ন করে ২৪-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে Final study report দাখিল করেন। সমীক্ষা রিপোর্টে কি কি যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনযোগ্য, যন্ত্রাংশগুলির প্রাক্কলিত মূল্য এবং তা প্রতিস্থাপন কাজের প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।
- TEC (Tender Evaluation Committee) কর্তৃক দাখিলকৃত Final study report কে সম্পূর্ণ অকার্যকর করে রেখে নির্বাচিত ১৬টি আইটেম প্রতিস্থাপনের জন্য নতুনভাবে প্রকল্প প্রস্তুত করে সেগুলি প্রতিস্থাপনে আইটেম ভিত্তিক ও মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন তৈরী করে দেয়ার জন্য সিইউএফএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০২-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে TEC বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।
- সিইউএফএল এর প্রস্তাবের জবাবে TEC তাদের ০৭-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানান যে, Final study report এ বর্ণিত প্রতিস্থাপনযোগ্য যন্ত্রাংশের মূল্য হার প্রাক্কলনের পর থেকে ইতিমধ্যে ১ বছর ৬ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাই প্রতিস্থাপনযোগ্য যন্ত্রপাতির প্রাক্কলিত পূর্বের মূল্য হার এখন আর বহাল বা কার্যকর নেই। তারা নতুনভাবে প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য নতুনভাবে পারিশ্রমিক নির্ধারণপূর্বক নতুন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তাব দেন।
- এতে প্রতীয়মান হয় যে, TEC কর্তৃক দাখিলকৃত Final study report মোতাবেক উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদন না করায় ৯,০০,০০,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, এ ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অসম্পূর্ণ। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ০৬-১১-২০১২খ্রিঃ তারিখ জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিআইসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Rehabilitation প্রকল্প সম্পূর্ণ বা আংশিক বাস্তবায়ন হতে পারে। যে কোন আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা Rehabilitation প্রকল্প বাস্তবায়ন করার উপায় আছে। তাই Techno-Economic Feasibility Study Report টি কোন অবস্থাতে অকার্যকর বলা যুক্তিসংগত নহে। ০৫-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে TEC কর্তৃক দাখিলকৃত Final Study Report মোতাবেক কার্যাদি সম্পাদন না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি মর্মে জানানো হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনামঃ লোকাল জেটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত/পুনঃনির্মাণ কাজের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক্কলনের অতিরিক্ত দরপত্র বহির্ভূত এবং অতিরিক্ত কাজ প্রদর্শনপূর্বক বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ৮২,৪০,৫৯৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম এর ২০০৮-১১ সালের হিসাব ১১-০৫-২০১২খ্রিঃ হতে ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে নগদান বহি ভাউচারসমূহ, সিইউএফএল লোকাল জেটির মেরামত/পুনঃ নির্মাণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মডার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যানার্স এন্ড কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Design, Drawing and Estimate থাকা সত্ত্বেও Non-Tender and Additional item এর মাধ্যমে অতিরিক্ত কাজ দেখানোর ফলে প্রতিষ্ঠানের ৮২,৪০,৫৯৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- সিইউএফএল লোকাল জেটির মেরামত/পুনঃ নির্মাণ কাজের কার্যপরিধি ও প্রাক্কলন নির্ধারণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে সিইউএফএল বোর্ড এবং বিসিআইসি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে Expression of Interest(EOI) আহ্বানপূর্বক সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী মেসার্স মডার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যানার্স এন্ড কনসালটেন্ট'কে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- উক্ত জেটি মেরামত/পুনঃ নির্মাণের জন্য নিয়োগকৃত কনসালটেন্ট কর্তৃক ড্রয়িং ডিজাইন সম্বলিত প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৪,৬৪,১৪,৮২৫ টাকা; যা পর্ষদ সভায় অনুমোদন হয় এবং দরপত্র আহ্বান করা হয়। পিপিআর -২০০৮ মোতাবেক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হলে ৪টি দরপত্র পাওয়া যায়। প্রতিটি দরপত্র প্রাক্কলিত মূল্য থেকে বেশী ছিল। তন্মধ্যে মেসার্স তমা কনস্ট্রাকশন এন্ড কোং লিঃ ছিল সর্বনিম্ন দরদাতা।
- কোম্পানী বোর্ডের ২৭০তম সভায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকাল জেটি পুনঃ নির্মাণ করার জন্য প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স তমা কনস্ট্রাকশন এন্ড কোং লিঃ কে ৫,৪৯,৮২,৮৫৮ টাকার কার্যাদেশ প্রদানের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়।
- কার্যাদেশ পাওয়ার পর ঠিকাদার কাজ আরম্ভ করে সিডিউল বহির্ভূত কাজ: (১) পাইলের ভিতর থেকে পাথর উত্তোলন, গ্যাস কাটিং করে কেজি স্থাপন/অপসারণ (২) রোটারী রিগ দ্বারা শেল কাটিং গড়ে ২ মিটার এবং (৩) টাই রড কাটিং প্রদর্শনপূর্বক বিল দাখিল করে। ফলে মূল কার্যাদেশ মূল্য ৫,৪৯,৮২,৮৫৮ টাকা হতে ৬,৩২,২৩,৪৫২ টাকায় উন্নীত হয়। অর্থাৎ ৮২,৪০,৫৯৪ টাকার অতিরিক্ত কাজ দেখানো হয়েছে।
- উল্লেখ্য, মেসার্স মডার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যানার্স এন্ড কনসালটেন্ট ৩০ মিটার গভীরে বোরিং করে সয়েল টেস্ট করে এবং সাইট পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষণ করে জেটি মেরামত/নির্মাণের প্রাক্কলন তৈরী করে। সয়েল টেস্টের সময় পাথর, শেল এবং রডের কোন আলামত পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও পাইলিং করার সময় উল্লিখিত নন টেন্ডারড আইটেম এবং প্রাক্কলনের অতিরিক্ত কাজ দেখানো হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত কাজ বাবদ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে ৮২,৪০,৫৯৪ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনে তদন্তাধীন আছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭-১০-২০১২খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। ০৬-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় কার্যাদেশ মূল্যের অতিরিক্ত ব্যয় এর অনুমোদন যুক্তিসংগত কিনা তা বিসিআইসি কর্তৃপক্ষের তদন্তাধীন আছে। ০৫-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে জানানো হয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রাক্কলনের অতিরিক্ত কাজ কেন প্রয়োজন ছিল তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পর্যালোচনা না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির অর্থ আদায় করা **৬৫,৩০,৬৭২ টাকা**।

তৃতীয় অধ্যায়

(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহ)

অনুচ্ছেদঃ ১।

শিরোনামঃ ইউরিয়া সার কারখানা লিঃ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী এর ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

ইউরিয়া সারকারখানা, ঘোড়াশাল, নরসিংদী এর ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য ইউরিয়া সারকারখানার সাধারণ সভা কর্তৃক বহিঃনিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে ২১/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক ০৩-০২-২০১১খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সভায় ২০০৯-১০ অর্থবছরের হিসাব ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন-সংক্রান্ত তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্টঃ-১/১** তে দেখানো হলো। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে কারখানাটি বন্ধ ছিল। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা প্রথমে ৩,৬০,০০০ মেঃটন নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তীতে উহা সংশোধনপূর্বক ৯০,৬৮৩ মেঃটন নির্ধারণপূর্বক ঐ একই অংকে প্রকৃত উৎপাদন প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে প্রকৃত পক্ষে উৎপাদন না বাড়লেও অভিনব কৌশলে ১০০% উৎপাদন দেখানো সম্ভব হয়েছে। যা হোক, ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উহা শতভাগ অর্জনের প্রয়াস অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্টঃ-১/২** তে দেখানো হলো। উক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, ২০০৮-২০০৯ সালে মিলটি বন্ধ থাকায় বিক্রয় না থাকা সত্বেও বিক্রয় পরিব্যয় প্রদর্শনের কারণ এবং ২০০৯-২০১০ সালে বিক্রয়ের চেয়ে বিক্রয় পরিব্যয়ের আধিক্যের কারণ ব্যাখ্যাসহ নিয়ন্ত্রণযোগ্য সকল ক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক প্রতিষ্ঠানটির পুঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- প্রতিষ্ঠানটি ৩০-০৬-২০১০খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে দেখা যায় যে, Inventories খাতে ১২১৮৯.৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে কাঁচামাল, কেমিক্যালস এবং খুচরা যন্ত্রাংশের অর্থ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ উক্ত মালামালের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক ব্যবহারযোগ্য মালামালসমূহের ব্যবহার দ্রুত নিশ্চিত করে অব্যবহারযোগ্য মালামাল হিসাবমুক্ত(out of accounts) করার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। এছাড়া স্থিতিপত্রে ব্যবসায়িক দেনাদার খাতে ০.৩৫ লক্ষ টাকা, অন্যান্য দেনাদার খাতে ১৭২.২০ লক্ষ টাকা, অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ১০৭৬.৭৬ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ উপরোল্লিখিত সমুদয় অর্থ(নিরাপত্তা জামানত ব্যতীত) দ্রুত আদায়/সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- ১৯৭১-১৯৭২ অর্থবছর হতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৭৫১টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৬৬৭টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৪ টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

- প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে আপত্তি/অনুচ্ছেদ-সংক্রান্ত তথ্যাদি **পরিশিষ্টঃ১/৩** এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ইউরিয়া সারকারখানা, ঘোড়াশাল, নরসিংদী এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে পূঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ২।

শিরোনামঃ কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি এর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০০৯- ২০১০ সালের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি-এর ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বহিঃনিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে যথাক্রমে ২৫-০৬-২০০৯ খ্রিঃ ও ২১-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ১৪-০২-২০১০খ্রিঃ ও ২৭-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন-সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট-২/১** তে দেখানো হল। উক্ত পরিশিষ্ট যাচাই করে দেখা যায় যে, ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতার তুলনায় অর্জিত হার ছিল যথাক্রমে ৮০.৬৬% এবং ৫৯.৩২%। অপরদিকে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জিত হার ছিল যথাক্রমে ১০৫.২১ এবং ৭৭.৩৬%। উক্ত বিবরণী হতে আরও দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ সাল অপেক্ষা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ সালে কম নির্ধারিত হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৮-০৯ সালের প্রকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বেশি উৎপাদন দেখানো হলেও ২০০৯-১০ সালে প্রকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, একদিকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সঠিক হয়নি। অপরদিকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে তা পূর্ণমাত্রায় অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন।
- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট:২/২** তে দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান যাচাই করে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের বিক্রয় যথাক্রমে ৯.১% বৃদ্ধি ও ১৮.১৫% হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে বিক্রয় পরিব্যয় ২০০৮-০৯ সালে ১৪.৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে ৫.৪৭% কম হলেও বিক্রয় অনুপাতে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য সময়ে স্থূল লাভ অর্জিত হয়েছে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে যথাক্রমে ৩.৬০% ও ১৮.৪০% হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বিক্রয় অনুপাতে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়সমূহ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের তুলনায় নিট লাভ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৫.৪৫% কম অর্জিত হয়েছে এবং ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের বিক্রয় অনুপাতে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় বেশি হওয়ায় নিট ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ফলে পুঞ্জিভূত ক্ষতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিক্রয় বৃদ্ধি ও অন্যান্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক পুঞ্জিভূত ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে(নোট-১৭) দেখা যায় যে, চলতি সম্পদ অংশে ভান্ডার যন্ত্রাংশ খাতে ২৬৫৩ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেক অপ্রচলিত, ব্যবহার অযোগ্য ও ধীর গতিসম্পন্ন মালামাল রয়েছে। একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধন আটক করে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থের মালামাল মজুদ সত্ত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালামাল ক্রয় এবং ব্যবহার অযোগ্য ও অপ্রচলিত মালামাল হিসাবভুক্ত করার কারণ ব্যাখ্যাসহ এ ধরণের ক্রয় বন্ধ/পরিহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-২২) দেখা যায় যে, চলতি সম্পদ অংশে ব্যবসায়িক দেনাদার খাতে ৩৭৮১.৪৮ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।
- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-২৩) চলতি সম্পদ অংশে অন্যান্য দেনাদার খাঁতে ১৭৯.৪৬ লক্ষ টাকা আদায়/সমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।
- ৩০-৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-২৪) চলতি সম্পদ অংশে অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ৭২৩.৭৪ লক্ষ টাকা অনাদায়/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। অগ্রিম পাওনার মধ্যে কিছু পাওনা রয়েছে যা বছরের মধ্যে আদায়যোগ্য। এসব পাওনা যথাসময়ে আদায় না করার কারণ উল্লেখপূর্বক নিরাপত্তা জমা ব্যতিত সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয়ের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

- ১৯৭২-৭৩ হতে ২০০৭-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১১৯২টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৮৭২টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩২০ টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ (জড়িত টাকা ৩০,৪৯,৮৪,৩৯০.০০/-) মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে আপত্তি/অনুচ্ছেদ-সংক্রান্ত তথ্যাদি **পরিশিষ্ট: ২/৩** এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি-এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে পূঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৩।

শিরোনাম : চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম-এর ২০০৭-২০০৮ সালের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম এর ২০০৭-০৮ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোং লিঃ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বহিঃনিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে ১২-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয় । বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক ১১-০৩-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২৫-০৩-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ২০০৭-২০০৮ সালের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদিত হয়। উক্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন-সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্ট:-৩/১** এ দেখানো হল। উক্ত বিবরণী যাচাই করে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা কম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রকৃত উৎপাদন ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ১২.৩৭% কম উৎপাদন হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা কম নির্ধারণ করার কারণ উল্লেখসহ উৎপাদন ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উহা অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আবশ্যক।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট:-৩/২** এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান যাচাই করে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে বিক্রয়ের পরিমাণ ১৮,২৮১ মেট্রিক টন কম হলেও বিক্রয়ের টাকার পরিমাণ ২০০৬-০৭ এর তুলনায় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৯৬৬৭.১১ লক্ষ টাকা বেশি হয়েছে। পরিমাণে ১৮,২৮১ মেট্রিক টন কম হলেও ২০০৬-০৭ এর তুলনায় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে প্রতি টন ইউরিয়ার বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধির কারণে এই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্যণীয় যে, ২০০৬-০৭ সালের তুলনায় ২০০৭-০৮ সালে উৎপাদনের পরিমাণ কম হলেও উৎপাদন পরিব্যয় সেই হারে কম হয় নাই। মোট উৎপাদন পরিব্যয় পূর্ববর্তী বছরের কাছাকাছি রয়েছে। একইভাবে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয়ও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য সকল ব্যয় নিয়ন্ত্রকপূর্বক এবং বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-৮) Inventories খাতের অধীন Raw meterials উপখাতে Polythene Bags, Hessian Bags, Process Chemicals, Twine and thread হিসাবে প্রচুর পরিমাণ মালামাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও নতুন করে মালামাল ক্রয় করে স্টক বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালামাল ক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক মজুদ মালের দ্রুত ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ-সংক্রান্ত তথ্যাদি নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো আবশ্যক।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির স্থিতিপত্রে (নোট-৯) Trade debtors উপখাতে দেখা যায় যে, ১২.০৮ লক্ষ টাকা একই অংকে অগ্রায়ন করা হয়েছে। এই টাকা পূর্ববর্তী বছরগুলো থেকে জের টানা হচ্ছে। কোন সাল থেকে এ হিসাব শুরু হয়েছে এবং উহা আদায়ের কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রমাণক সংযোজনসহ উক্ত টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির স্থিতিপত্রে (নোট-১০) দেখা যায় যে, অন্যান্য দেনাদার খাতে sales and store on loan উপখাতে ১৭৬৪.৭২ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের সপক্ষে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রমাণক সংযোজনসহ বছরভিত্তিক বিশ্লেষণপূর্বক সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-১২) দেখা যায় যে, অগ্রিম জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ৭৩৩.৯৩ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে Advance to suppliers উপখাতে পূর্ব থেকে ১ কোটি ৮৪ লক্ষাধিক টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য খাত সমূহেও পূর্বের অসমন্বিত টাকা রয়েছে। উক্ত টাকা আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থার প্রমাণকসহ নিরাপত্তা জমা ব্যতিত সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- ১৯৭৭-৮৭ হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪৭৭টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৪০৬টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭১ টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ (জড়িত টাকা ১১৫৯০.৩৫ লক্ষ) মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

- প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে মীমাংসিত ও অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ-সংক্রান্ত তথ্যাদি **পরিশিষ্ট:-৩/৩** এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে পূঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৪।

শিরোনামঃ যমুনা ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, তারাকান্দি, জামালপুর এর ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

যমুনা সারকারখানা লিঃ, তারাকান্দি, জামালপুর এর ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃনিরীক্ষকের (সিএ ফার্ম)-এর অনুকূলে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের হিসাব ২১-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে স্মারক নং- ৮৮৬ মূলে কার্যাদেশ দেয়া হয় এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব কার্যাদেশ কপি সংযোজন করা হয়নি। ২০০৯-১০ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক ২৬-১২-২০১০খ্রিঃ তারিখে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব ০১-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Inventor খাতের অধীন Store in transit উপখাতে ৮৮২০.৭৬ লক্ষ টাকা Finished Goods উপখাতে ১০৭৫.৯৯ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। পথিমধ্যে মালামালের ক্ষেত্রে ৩ মাসের অধিক সময় কালের মালামলের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণ ব্যখ্যাসহ সেগুলো দ্রুত ব্যবহার এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালামাল ক্রয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এছাড়া ২০০৯-১০ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ মূল্যের সমাপ্তি জেরের ক্ষেত্রে মালামালসমূহ দ্রুত বিক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

- স্থিতিপত্রে Current A/C with Enterprise (Dr) ৪২৫.২৫ লক্ষ BCIC Current A/C এ ৭২৫৩.১৬ লক্ষ, Loan to BCIC 998.38 Loan to Enterprise এ ১২০.৩৬ লক্ষ প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত উপখাতসমূহে লেনদেনের কোন কোন ক্ষেত্রে বৎসরান্তে একই অংকের টাকা পরবর্তী বৎসরে অগ্রায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে উক্ত উপখাত সমূহে কি শর্তে অর্থ লেনদেন হচ্ছে তার কপি সংযোজন আবশ্যক।

- স্থিতিপত্রে Trade Debtors এ ৫৭.০৭ লক্ষ টাকা এবং অগ্রিম জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ২৮৭৮.২৩ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। নিরাপত্তা জামানত ব্যতিত উল্লিখিত সকল অর্থ আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

- ১৯৮৭-৯২ হতে ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত মোট ৫১৮টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৪১৮টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০০ টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ (জড়িত টাকা ১৮২৮৮.০০ লক্ষ) মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে মীমাংসিত ও অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ-সংক্রান্ত তথ্যাদি **পরিশিষ্টঃ- ৪/১** এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- যমুনা সারকারখানা লিঃ, তারাকান্দি, জামালপুর এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে পুঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬—

অনুচ্ছেদঃ ৫।

শিরোনামঃ ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম এর ২০০৬-২০০৭ হতে ২০১০-১১ সালের চূড়ান্ত হিসাবের উপর একীভূত নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম-এর ২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম) কে যথাক্রমে ১৭-০৬-২০০৭ খ্রিঃ, ১২-০৬-২০০৮ খ্রিঃ, ২৫-০৬-২০০৯ খ্রিঃ, ২১-০৬-২০১০খ্রিঃ ও ২৭-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয় । বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ১৫-০৬-২০০৮খ্রিঃ, ২৩-০৬-২০০৯খ্রিঃ, ০৮-০৭-২০১০খ্রিঃ, ২৬-০৫-২০১১খ্রিঃ ও ২২-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী **পরিশিষ্টঃ-৫/১** এ দেখানো হল। উক্ত বিবরণী যাচাই করে দেখা যায় যে, কারখানার শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ২০০৬-০৭এর তুলনায় ২০০৭-০৮ সাল হতে ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন, উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি অর্জন করলেও ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন অনেক কম হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, লক্ষ্যমাত্রা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্টঃ-৫/২** এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান যাচাই করে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছরই বিক্রয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে বিক্রয় পরিব্যয় বিক্রয়ের অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ সালে কিছুটা স্থূল লাভ পরিলক্ষিত হলেও ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালে স্থূল ক্ষতি হয়েছে। আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করে " আয় বুঝে ব্যয় কর " নীতি অবলম্বনপূর্বক নিয়ন্ত্রণযোগ্য সকল ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে (নোট-৮.০১) Inventories উপখাতে ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশে ২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সর্বমোট ১২৮২০.৪৩ লক্ষ টাকার মালামাল প্রদর্শিত হয়েছে। উহার অনুকূলে stock Verification Certificate সংযোজন আবশ্যক এবং স্থিতিপত্র (নোট-৮ ১.৯) এ Polythene and Pellets উপখাতে ৬৮.৪৭ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে; যা বিগত কয়েক বছর যাবত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় উহার গুণগত মান হ্রাস পেয়ে ব্যবহার অনুপযোগী ও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবহারযোগ্য মালামাল দ্রুত ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ এবং অব্যবহৃত মালামালের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ অপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে আর্থিক সংকট সৃষ্টির জন্য জড়িত ব্যক্তি-বর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো আবশ্যক।

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির স্থিতিপত্র (নোট-১১.১) এ অগ্রিম জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে অগ্রিম ১৬৭.৯৭ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। জামানত ব্যতিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

- ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে স্থূল ক্ষতি প্রদর্শিত হলেও ৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র (নোট-১৮) এ Current Liabilities and Provisions খাতের অধীন WPPF উপখাতে ৭.২৯ লক্ষ টাকা রাখা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এর কারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

- ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী আইন/৯৪ মোতাবেক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে ২৮-০৮- ২০০৬ খ্রিঃ তারিখে নিবন্ধিত হয় এবং ২০০৬-০৭ খ্রিঃ সালের ডিসেম্বর/০৬ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয় বিধায় প্রতিষ্ঠানটি নতুন অডিটি প্রতিষ্ঠান। অতএব, পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা আপত্তির বর্তমান অবস্থা শূন্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম-এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে পুঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৬।

শিরোনামঃ পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা লিঃ, পলাশ, নরসিংদী এর ২০০৯-১০ ও২০১০-১১ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

পলাশ ইউরিয়া সারকারখানা লিঃ, পলাশ, নরসিংদী এর ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য পলাশ ইউরিয়া সারকারখানা লিঃ এর সাধারণ সভা কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে যথাক্রমে ২১-০৬-২০১০ ও ২৬-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক ১৮-০২-২০১১ ও ২৬-০২-২০১২খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সভায় ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরের হিসাব যথাক্রমে ৩১-০৭-২০১১ ও ০৮-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন-সংক্রান্ত তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট:-৬/১** এ প্রদান করা হলো। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে যথাক্রমে ৫১.৭৯% ও ১২.০৪% কম নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা কম নির্ধারণ করে কৌশলে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদনের হার শতভাগ বা তদুর্ধ্ব দেখানো হয়েছে। উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় লক্ষ্যমাত্রা কম নির্ধারণ করার কারণ ব্যাখ্যাসহ ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শতভাগ অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট:-৬/২** তে দেখানো হলো। পরিশিষ্টে বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, বিক্রয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে যথাক্রমে ৫৮.৪১% ও ২০.৭১% কমেছে। পক্ষান্তরে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় ১৫.৪০% ও ২২.৪৪% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিবিধ আয় ৪১.০৬% ও ৪৯.৭৭% কমেছে। উল্লেখ্য সকল ক্ষেত্রে এরূপ ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যাসহ বিক্রয় ও বিবিধ আয় বৃদ্ধি এবং আভ্যন্তরীণ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার পূর্বক নিয়ন্ত্রণযোগ্য আইটেমসমূহে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করত: পূঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন।
- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Current Assets খাতে অগ্রিম জমা ও পূর্ব পরিশোধ উপখাতে ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে যথাক্রমে ৩৪২.২৮ ও ৪৫১.১৮ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। নিরাপত্তা জামানত ব্যতিত সকল অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয় করা প্রয়োজন।
- ৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের Balance sheet Gi Current Assets অংশের ইনভেনটরি খাতে ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে ২৮৮৯.৪৪ ও ৪৫১৬.৪২ লক্ষ টাকা প্রদর্শন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ষ্টোর ইন ট্রানজিট খাতের মালামাল ৪৯৭.৭৭ লক্ষ টাকা অন্তর্ভূক্ত। ষ্টোর ইন ট্রানজিট খাতের মালামাল ভান্ডারজাত করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ৩০-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের চলতি সম্পদ খাতে বিসিআইসি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাব খাতে ৯২২.৪২ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমম্বিত দেখানো হয়েছে। বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ উক্ত টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।
- ১৯৭৯-৮১ হতে ২০১০-১১ অর্থবছর১৯৭৯-৮১ হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫৩৩ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৪৯৫টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৮ টি অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে মীমাংসিত ও অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ-সংক্রান্ত তথ্যাদি **পরিশিষ্ট:- ৬/৩** এ দেখানো হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পলাশ ইউরিয়া সারকারখানা লিঃ, পলাশ, নরসিংদী এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে পূঞ্জিভূত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/২০১৪-৬৯১৫কম/এ-৮০০ বই, ২০১৪।